AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date: 18.03.24 Time: 7.50 P.M.

বিশেষ বিশেষ খবর –

১) কলকাতার গার্ডেনরিচ এলাকায় নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯।

রাজ্যপাল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এজন্য প্রশাসনের গাফিলতিকে দায়ী করেছেন।

নিহতদের ৫ লক্ষ ও আহতদের ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর।

এতে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘিত হয়েছে বলে অভিযোগ করে বিজেপি নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে। তারা ঘটনার তদন্তও দাবি করেছে।

২) নির্বাচনী কমিশন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে সরিয়ে দিয়েছে। তার জায়গায় নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিবেক সহায়কে।

৩) লোকসভা ভোট হিংসামুক্ত করার লক্ষে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আজ জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ও রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে এক বৈঠক করেন।

৪) নিম্নচাপ অক্ষরেক্ষার প্রভাবে কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হচ্ছে। কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নেমেছে স্বাভাবিকের ৫ ডিগ্রী নীচে।

oooooooooooooooooooo

কলকাতার গার্ডেনরিচ এলাকায় নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯। শেখ আব্দুল্লা ও নাসিমুদ্দিন শেখ নামে আরও ২ জনকে আজ সন্ধ্যায় ধ্বংসস্তুপ থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করা হয়। বছর ১৮-র শেখ আব্দুল্লার বাড়ি খানাকুলে।

এখনও আরও কয়েকজন ওই ধ্বংসস্তুপের নীচে আটকে রয়েছেন । বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এর আগে সকালে প্রথমে দুই বোন, ৫৫ বছরের হাসিনা খাতুন ও ৪৪ বছরের শামা বেগমের মৃত্যুর খবর আসে। এরপর ধ্বংসস্তুপের নীচে আটকে থাকা আরও ৭-জনকে এস এস কে এম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাদেরও মৃত ঘোষণা করা হয়। এঁরা হলেন, রিজওয়ান আলম, আকবর আলি, মহম্মদ ওয়াসিক, মহম্মদ ইমরান ও রমজান আলি।

এই ঘটনায় পুলিশ, মহম্মদ ওয়াসিম নামে এক প্রোমোটারকে গ্রেপ্তার করেছে। খুনের ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ।

ওই এলাকায় একাধিক জলাশয় বুজিয়ে বে-আইনীভাবে বহুতল নির্মাণের অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুরসভার অনুমতি ছাড়াই, অতি সংকীর্ণ রাস্তার পাশে পাঁচ বা ৬ তলা বাড়ি তৈরি করা হচ্ছিল বলেও তাঁদের অভিযোগ।

রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস আজ বিকেলে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি মৃতদের পরিবারের প্রতিও সমবেদনা জানান। রাজভবনের পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবার পিছু এককালীন ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

সাংবাদিকদের রাজ্যপাল বলেন -

(বাইট – রাজ্যপাল)

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কপালে ব্যান্ডেজ নিয়েই আজ সকালে ঘটনাস্থলে যান। সঙ্গে ছিলেন কলকাতা দক্ষিণের সাংসদ মালা রায়। পুলিশ কমিশনার

বিনীত গোয়েল'ও পরিস্থিতি ঘুরে দেখেন। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাড়িটি বেআইনিভাবে তৈরি করা হচ্ছিল বলে তিনি জানতে পেরেছেন। পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন তিনি।

(বাইট- মমতা)

আহতদের দেখতে স্থানীয় নার্সিংহোমেও যান মুখ্যমন্ত্রী । রাজ্য সরকার নিহতদের পরিবার পিছু ৫ লক্ষ ও আহতদের ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম একথা জানান।

সাংবাদিকদের প্রশ্নে উত্তরে ফিরহাদ বলেন, ওই বহুতল বে-আইনীভাবে তৈরি করা হচ্ছিল। এই বে-আইনী নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন তিনি। এধরনের বে-আইনী নির্মাণ বাম আমল থেকেই শুরু হয়েছে বলে তাঁর আরো অভিযোগ।

কলকাতার প্রাক্তন মেয়র সি পি আই এম নেতা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ফিরহাদের বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছেন, ২০১০ থেকে কলকাতা পুরসভার দায়িত্বে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বে-আইনী নির্মাণের দায় তারা এড়াতে পারে না।

এদিকে, বিজেপির অভিযোগ গার্ডেনরিচের ঘটনায় রাজ্য সরকারের ক্ষতিপূরণের ঘোষণায় নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। দলের পক্ষ থেকে আজ এই মর্মে কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, অবৈধ নির্মাণের জন্যই গার্ডেনরিচে বাড়ি ভেঙে পড়েছে। দিল্লিতে আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, মেয়র এজন্য বামফ্রন্ট সরকারকে দায়ী করছেন বটে, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কাজ হয়নি বলেই মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় এনেছে। বর্তমান শাসক দল

গোটা কলকাতা শহরেই অবৈধ নির্মাণের ছাড়পত্র দিয়ে রেখেছে বলে তাঁর দাবি।

(বাইট- সুকান্ত)

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই ঘটনায় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তিনিও আজ দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, কলকাতায় কতগুলি অবৈধ নির্মাণ হয়েছে, তার তদন্ত হওয়া উচিত। এছাড়াও প্রতিটি ওয়ার্ডে কতগুলি অনুমোদিত এবং কতগুলি অনুমোদনহীন ভবন রয়েছে, তার সংখ্যা পুরসভাকে প্রকাশ করতে হবে।

বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটার প্রতিবাদে বিজেপি কর্মীরা আজ পুরসভার সামনে বিক্ষোভ দেখায়, মেয়রের কাছে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী এই ঘটনায় রাজ্যের গাফিলতির পাশাপাশি নির্মাণে নিয়ম মানা হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন। বহরমপুরে জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, পরিকল্পিতভাবে কলকাতা শহরকে কংক্রিটের জঙ্গল বানিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা লুঠ করা হয়েছে।

(বাইট – অধীর)

সি পি আই এম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম দাবি করেছেন, তৃণমূল সরকারের আমলেই বে-আইনী নির্মাণ রমরমিয়ে বেড়েছে। তারই ফল এই বিপর্যয়। তিনি আজ ঘটনাস্থলে গিয়ে রাজ্য সরকার উদ্ধার কাজে সাহায্য করছে না বলে অভিযোগ করেন। এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে তাঁর বাগবিতন্ডা হয়। দলের নেতা সুজন চক্রবর্তীও রাজ্য সরকার ঘটনার দায় এড়াতে পারে না বলে দাবি করেছেন।

(বাইট সেলিম)

অন্যদিকে, গার্ডেনরিচে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং দুর্ভাগ্যজনক বলে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী মন্তব্য করেছেন। উত্তরবঙ্গ রওনা হওয়ার আগে আজ দমদম বিমানবন্দরে তিনি বলেন, এই ঘটনা নিয়ে রাজনীতি হওয়া উচিত নয়।

উল্লেখ্য, গতকাল মধ্যরাতের কিছু আগে ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের ফতেপুর ব্যানার্জিপাড়া লেনের নির্মীয়মাণ ওই পাঁচতলা বাড়িটি পাশের বেশ কয়েকটি টালির চালের বাড়ির ওপর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে।

oooooooooooooooooo

নির্বাচন কমিশন, রাজ্য পুলিশের ডিজি পদ থেকে রাজীব কুমারকে সরিয়ে দিয়েছে। তাঁর জায়গায় হোমগার্ড বাহিনীর ডিজি পদে থাকা বিবেক সহায়-কে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ।

রাজীব কুমারের জায়গায় নতুন ডিজি হিসেবে তিন আই পি এস অফিসারের নামের তালিকা রাজ্য সরকারের তরফে কমিশনের কাছে পাঠানো হয়। তালিকায় ছিলেন বিবেক সহায়, সঞ্জয় মুখার্জী ও রাজেশ কুমার। তাদের মধ্যে ১৯৮৮ ব্যাচের আই পি এস অফিসার বিবেক সহায়-এর নামেই সিলমোহর দেয় কমিশন।

রাজীব কুমারকে তথ্য প্রযুক্তি ও ইলেক্ট্রনিক দফতরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব পদে নিয়োগ করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল থাকবেন বলে রাজ্যের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পি কে মিশ্র আজ এক নির্দেশিকায় জানিয়েছেন।

এর আগে কমিশন, নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত নয়, এমন পদে রাজীব কুমারকে বদলি করতে বলে।

রাজ্যের মুখ্য সচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা ও স্বরাষ্ট্র সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী তার পর নবান্নে বৈঠকে বসেন। সেখানেই তিন পুলিশ কর্তার নাম স্থির করে কমিশনের কাছে পাঠানো হয়।

উল্লেখ্য, মনোজ মালব্য অবসর নেওয়ার পর গত ডিসেম্বরে রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক পদে রাজীব কুমারকে নিযুক্ত করেছিল রাজ্য সরকার।

২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের আগেও তাঁকে পদ থেকে সরানো হয়। ২০১৯-এর লোকসভা ভোট ঘোষণার পর দিল্লিতে ডেপুটেশনে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে।

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য পুলিশের ডিজি-র পাশাপাশি গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খন্ড, হিমাচলপ্রদেশ ও উত্তরাখন্ড - এই ৬-টি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবদেরও সরিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

oooooooooooooooooooo

বিজেপি নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার আজ সাংবাদিকদের বলেন, কমিশন সিদ্ধান্ত একদম সঠিক । এর আগেও রাজীব কুমারকে পুলিশ কমিশনার থাকাকালীন ঐ পদ থেকে সরানো হয়েছিল। সারদা কান্ডে যুক্ত রাজীবকে সিবিআই ধরতে গেলে মুখ্যমন্ত্রী তার হয়ে ধর্ণায় বসেন বলেও সুকান্তবাবু জানান। এর থেকেই প্রমাণিত রাজীব কুমার পক্ষপাতিত্ব করছেন। তার মতো আধিকারিককে দিয়ে কখনোই নিরপেক্ষ ভোট করানো সম্ভব নয়। অন্যান্য জেলাতেও এধরনের যে সমস্ত পক্ষপাতী আধিকারিক রয়েছেন, তাদেরও সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে সুকান্তবাবু বলেন, এদের নামের তালিকা তারা শীঘ্রই কমিশনের কাছে জমা দেবেন।

দলের মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য্যও বলেছেন

(বাইট - শমীক)

এদিকে, নির্বাচন কমিশন রাজীব কুমারকে সরিয়ে দেওয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস তার কড়া সমালোচনা করেছে। দলের রাজ্য সম্পাদক কুনাল ঘোষ আজ তৃণমূল ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার কেন্দ্রীয়

এজেন্সিগুলিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। সব এজেন্সি দখল নেওয়ার পর এবার কেন্দ্র নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ পদেও নিজেদের লোক বসাতে চাইছে।

oooooooooooooooooo

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনপর্ব সম্পূর্ণভাবে হিংসামুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে নির্বাচন কমিশন। এজন্য কমিশনের তরফে রাজ্য প্রশাসনকে একগুচ্ছ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পর সামগ্রিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আজ, রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারক ও রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে বৈঠকে বসেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব। সেখানে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি থেকে শুরু করে আদর্শ আচরণ বিধি কার্যকর করার ব্যপারে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। ভোটে হিংসার ঘটনা রুখতে, অতীতে যাদের বিরুদ্ধে বুথ দখল, ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ এসেছে থানায়, তাদের তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিগত নির্বাচনে আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, ১৫ দিনের মধ্যে সেই তথ্য কমিশনের কাছে জমা দিতে হবে। যেসমস্ত জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা এখনও কার্যকর হয়নি দ্রুত তা কার্যকর করতে বলা হয়েছে । বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখা এবং পুলিশ সুপার ও কমিশনারদের নিয়মিত আইন শৃঙ্খলা পর্যালোচনা করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক।

oooooooooooooooooo

লোকসভা ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণা হতে না হতেই পূর্ববর্ধমানের গলসিতে অশান্তির খবর মিলেছে। মহড়া গ্রামে সিপিআইএমের এরিয়া কমিটির সদস্য বিশ্বজিৎ চৌধুরীর বাড়ি, গাড়ি, ট্রাক্টর ও যাত্রীবাহী বাসে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে শাসক দলের বিরুদ্ধে। পুরনো একটি মামলা না তোলায় গতরাতে আচমকা তাঁদের বাড়িতে ইট, পাটকেল ছোঁড়া হয়। এরপরই ২০-২৫

জনের একটি দল রড, লাঠি বাঁশ, ভোজালি নিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ । ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেনের অভিযোগ, তাঁর দলের কর্মীরা যাতে ভোটের প্রচার না করতে পারেন এবং গ্রামে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করতেই এই আক্রমণ।

তবে গলসি ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি সেখ সাবিরউদ্দিনের দাবি , পারিবারিক ঝামেলার জেরেই এই ঘটনা।

oooooooooooooooo

উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ নিউ মার্কেটে আজ দলের কর্মী সম্মেলনে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এক তৃনমূল কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। বাগদার রণঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের চড়কতলা এলাকার বাসিন্দা ৫৫ বছরের সমীর রায় হঠাত অসুস্থ বোধ করলে তাঁকে বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর স্ত্রী বুলবুল রায় ২০১৩ সালে বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ছিলেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে যান বনগাঁ লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস সহ অন্যান্য নেতারা। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সমীরের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া।

oooooooooooooooooooooooo

ঝাড়খন্ড থেকে দক্ষিণ ছত্তিশগড় পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করায় কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আকাশ মেঘলা। মাঝে মাঝে বৃষ্টিও হচ্ছে। দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে

ঘন্টায় ৪৫ কিলোমিটার পর্যন্ত বেগে ঝোড়ো হাওয়াও বয়ে যাওয়ার পূর্বাভাসও দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামীকাল ও বুধবার বেশ কয়েকটি জেলায় ঝড়বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

এদিকে, ঝড়বৃষ্টিতে তাপমাত্রা কিছুটা কমেছে। কলকাতায় আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ৫ ডিগ্রী নীচে নেমে ২৯ দশমিক ৭ ডিগ্রী সেলসিয়াসে দাঁড়িয়েছে। সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা অবশ্য ছিল স্বাভাবিকের এক ডিগ্রী ওপরে ২৪ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে শূন্য দশমিক ৭ মিলিমিটার

oooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooo